যায়যায়দিন

তারিখ ..23 JUL 2012....
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...১....

পাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের এক দফা : ভিসির অপসারণ

পাবনা প্রতিনিধি

পাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নে লাগাতার কর্মসূচির অংশ হিসেবে রোববার দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক অবরোধ করে রাস্তায় টায়ারে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এদিকে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন কর্মসূচি দিলেও মূলত তারা দ্বিতীয় দিন থেকে ছয় দফা থেকে সরে এসে এক দফায় স্থির হয়েছে। আর এ এক দফা দাবি হচ্ছে: পাবিপ্রবির ভিসি প্রফেসর ড. মোজাফফর হোসেনকে অপসারণ করা।

জানা যায়, গত মঙ্গলবার পাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাস রাজাপুর সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান ফটকসহ ভবনের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে ক্লাস বর্জন করে ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নির্মাণাধীন ক্যাম্পাসে গিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীরা গত মঙ্গলবার জেলা শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে টালবাহানা ও কালক্ষেপণ শুরু করায় শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি অনির্দিষ্টকালের জন্য ঘোষণা দিয়েছে বলে

• অপসারণ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

অপসারণ : পাবিপ্রবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীরা দাবি করে। রোববার দুপুর ১২টায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাসের সামনে ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরে তারা সড়ক অবরোধের পাশাপাশি রাস্তায় ইট দিয়ে ব্যারিকেড ও টায়ারে অগ্নিসংযোগ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ শেষবর্ষের শিক্ষার্থী সবুজ আহমেদ জানান, নিজস্ব ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ, শর্ট সেমিস্টার পদ্ধতি চালু, জিপিএ নির্ণয় পদ্ধতি সংশোধন, দ্রুত ক্যাম্পাস নির্মাণ, ছয় বছরের স্থলে সেশন ৮ বছর করা, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া যথাযথ তদন্ত, শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। তাদের দাবি পূরণের জন্য কর্তৃপক্ষ বারবার আশ্বাস দিলেও বাস্তবে তা কালক্ষেপণ করা ছাড়া অন্য কিছুই হয়নি। বাধ্য হয়ে তারা এই লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এদিকে ক্যাম্পাস এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষার্থীদের দাবি কতটুকু যৌক্তিক সেটি দেখভাল করা হচ্ছে।

এদিকে ভিসি প্রফেসর ড. মোজাফফর হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি দেশের অন্যান্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পর্যালোচনা করে দেখবে। তারপর একাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের সব দাবি-দাওয়া মেনে নেয়া সম্ভব নয়। কারণ তাদের দাবি-দাওয়ার মধ্যেও কতটুকু যৌক্তিকতা রয়েছে।